67

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ JAN 31 1999
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

দশ কোটি টাকা ব্যয়ে দশ খণ্ডে প্রকাশিত হবে 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব বাংলাদেশ'

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বাংলাদেশের ইতিহাসের বৃহত্তম প্রকাশনা প্রকল্প এনসাইক্লোপেডিয়া অব বাংলাদেশ বা বাংলাপেডিয়া'র কাজ সম্পন্ন হবে ২০০২ সালের শেষ নাগাদ। প্রায় দশ কোটি টাকা ব্যয়ে দশ খন্ডে প্রকাশিত হবে বাংলাদেশ বিষয়ক এই সুবৃহৎ কোষগ্রন্থ। বাংলা ও ইংরেজী ভাষা ছাড়াও বাংলাপেডিয়া' পাওয়া যাবে সিডিরম। দেশ-বিদেশের দেড় হাজার লেখক-গবেষক, বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ আগামী চার বছর 'বাংলাপেডিয়া' সঙ্কলনের কাজে যুক্ত থাকবেন।

'বাংলাপেডিয়া' প্রকাশনার উদ্যোক্তা এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশের কর্মকর্তারা শনিবার জানিয়েছেন, ২০০৩ সালের ৩ জানুয়ারি সোসাইটির ৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে 'বাংলাপেডিয়া' আনুষ্ঠানিকভাবে আলোর মুখ দেখবে বলে তাঁরা আশাবাদী।

শনিবার এশিয়াটিক সোসাইটির এক বিশেষ সাধারণ সভায় বাংলাপেডিয়ার প্রকল্প পরিচালক এবং প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম গত এক বছরে প্রকল্পের অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আগামী চার বছরে 'বাংলাপেডিয়া'র কাজ সম্পন্ন করতে আমাদের অনেক একাডেমিক, অর্থনৈতিক ও কারিগরি প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হবে। বিশেষ করে মাল্টিমিডিয়ায় বাংলাপেডিয়া প্রকাশ করা হবে এক বড় রকমের কারিগরি চ্যালেঞ্জ।

অধ্যাপক ইসলাম জানান, ৯ কোটি ৬০ লাখ টাকার 'বাংলাপেডিয়া' প্রকল্প বাস্তবায়নে এশিয়াটিক সোসাইটি শুরু থেকেই চরম তহবিল সঙ্কটে ভুগছে। এ ধরনের এক বিশাল প্রকল্প সোসাইটির নিজস্ব তহবিলে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এজন্যে বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও বিদেশী দাতা সংস্থার শরণাপন্ন হয়েছিল এশিয়াটিক সোসাইটি। এতে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া গেছে। ৩৮টি সংস্থা আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা দিয়ে এই প্রকল্প বাস্তবায়নে পৃষ্ঠপোষকতা করছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের জন্য এক কোটি টাকার সামান্য কিছু বেশি অর্থ সংগ্রহ করা গেছে। দাতা সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে সিডা (কানাডা), সোনালী ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক, ডানকান ব্রাদার্স, অর্থ মন্ত্রণালয়, ব্র্যাক, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

এশিয়াটিক সোসাইটির বিশেষ সাধারণ সভার প্রধান অতিথি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেন, এত উচ্চাভিলাষী এক প্রকল্পের তহবিল কিভাবে আসবে তা নিয়ে আমি নিজেও সন্দিহান ছিলাম। কিন্তু প্রকল্পের অগ্রগতি দেখে আমি চমৎকৃত। তিনি বলেন, তহবিলের সঙ্কট হয়ত কাটিয়ে ওঠা যাবে, কিন্তু 'বাংলাপেডিয়া' সঙ্কলনের মত বিজ্ঞজনের সঙ্কট কাটিয়ে ওঠা দুরূহ হবে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মকর্তা অধ্যাপক এম হারুনর রশীদ বলেন, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম যখন 'এনসাইক্লোপেডিয়া অব বাংলাদেশ' প্রকাশের স্বপ্ন দেখেন তখন আমরা একে স্রেফ পাগলামি বলে ভেবেছিলাম। কিন্তু এখন আমরা জানি, এ স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব।

'বাংলাপেডিয়া' প্রকল্পের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আমিনুল ইসলামও অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। তিনি প্রকল্পের প্রথম চেয়ারম্যান মরহুম আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দীনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তাঁর মৃত্যুতে এই প্রকল্পের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

এশিয়াটিক সোসাইটির বাংলাপেডিয়ায় বাংলাদেশের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য, শিল্পকলা এবং মানববিদ্যা, সমাজ এবং অর্থনীতি, রাষ্ট্র ও সরকার, প্রকৃতি ও জীববিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ভুক্তির (এন্ট্রি) সংখ্যা হবে ২৫ হাজার। প্রকল্পের সম্পাদকমন্ডলীতে দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার শীর্ষস্থানীয় ৬০ জন গুণী ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। ৬টি বিষয়ে পৃথকভাবে সঙ্কলনের মূল দায়িত্বে আছেন ৬ জন পরামর্শক-সম্পাদক।

বাংলাপেডিয়ার বাংলা সংস্করণের দশ হাজার সেট, ইংরেজী সংস্করণের ৫ হাজার সেট এবং ১ লাখ সিডি বিক্রি করে ২১ কোটি টাকা আয় হবে বলে এশিয়াটিক সোসাইটি আশা করছে।